পাপ মার্জনার যত পথ

হাফেজ মাশরাফি বিন সিরাজুল ইসলাম

দারুলকারার
মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পাপ মার্জনার যত পথ

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর জন্যই যাবতীয় গুণগান, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা যাঁর মেহেরবানী, দয়া ও অশেষ অনুগ্রহে "পাপ মার্জনার যত পথ" নামক গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকটি দারুল কারার পাবলিকেশন্স হতে প্রকাশিত হলো ফালিল্লাহিল হামদ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত লেখকের প্রতি। তিনি অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাপী-তাপী বান্দার পাপ মার্জনার পথসমূহ তুলে ধরেছেন প্রাজ্ঞতার সঙ্গে। দু'আ করি, আল্লাহ তার জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে দিন এবং দ্বীন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদিম হিসাবে কবুল করে নিন।

কৃতজ্ঞতা জানাই জহিরুল ইসলাম ভাইয়ের, যিনি দারুল কারার পাবলিকেশন্স থেকে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক দু'আ ও কল্যাণ কামনা।

মহান আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন সকলের শ্রম ও প্রচেষ্টাকে ইখলাসে ভরে দেন এবং সকল পাপ ও ভুলত্রুটি মার্জনা করে দিয়ে বইটিকে জান্নাতে প্রবেশের অসিলা করে দেন আমীন!

সম্মানিত পাঠক! মুদ্রণজণিত যে-কোনো ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং তা আমাদেরকে অবহিত করবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ!

–প্রকাশক

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য, আলহামদু লিল্লাহ। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।

মহান আল্লাহ সকল ঈমানদারকে তাওবা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১]

আল্লাহ বান্দাদের দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : তাওবাকারী ও জালেম। এখানে তৃতীয় কোনো শ্রেণী নেই। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

অর্থ : যারা তাওবা না করে তারাই জালেম।[২]

এ যুগের মানুষ আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে গেছে দূর থেকে বহু দূরে। পাপ ও ফেতনা-ফাসাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সারাবিশ্বের এমন কেউ নেই, যার আমল কিছু না কিছু পাপের ফলে দূষিত না হয়েছে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন তিনি ছাড়া।

---

১. সুরা নুর ২৪ : ৩১
২. সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১১

আল্লাহ তাঁর আলোককে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন। তাই দেখা যাচ্ছে, অনেকেই গাফলতি এবং ঘুমের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠেছে। আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুভব করছে, ত্রুটি ও পাপে অনুতপ্ত হচ্ছে। তারা তাওবা করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

আরেক শ্রেণীর লোক দুর্ভাগ্য এবং সংকীর্ণ জীবনের কারণে অতিষ্ট। তারা আঁধার থেকে আলোর পথে বেরিয়ে আসার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু এ মিছিলের এক শ্রেণীর পথে রয়েছে বড় প্রতিবন্ধকতা যাকে তারা তাওবা'র ক্ষেত্রে বাধা মনে করছে। এ সকল বাধার কিছুটা মানসিক আর কিছুটা বাস্তবভিত্তিক।

তাই এই বইটিতে আমরা আমলের মাধ্যমে পাপকে দূরীভূত করে, জান্নাতের পথকে সুগম করার চেষ্টা করেছি। আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন।

বিনীত
রবের রহমত প্রত্যাশী (লেখক)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

সূরা যুমার ৩৯ : ৫৩

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
নেকী ও পাপ কী?	১৩
যে সকল আমল বা কাজ আমাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেয়	১৫
দরূদ ও দু'আ	১৫
১০টি পাপ ক্ষমা হয়	১৬
২০টি এবং ৩০টি পাপ ক্ষমা হয়	১৭
৭০টি পাপ ক্ষমা হয়	১৮
১০০টি পাপ ক্ষমা হয়	১৮
১০০০ পাপ ক্ষমা হয়	১৯
২৫০০ পাপ ক্ষমা হয়	২০
১০,০০,০০০ পাপ ক্ষমা হয়	২১
সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়	২২
সমস্ত পাপ ক্ষমা হওয়ার দু'আ	২৩
উযূ	২৫
যিকির	২৬
মসজিদে গমন	২৭
মসজিদে বসে থাকা	২৮
আযান	২৯
সলাত	৩০
প্রথম কাতারে সলাত আদায়	৩৩
স্বশব্দে আমীন উচ্চারণ	৩৩
রুকূ'	৩৪

আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ পাঠ	৩৪
সাজদাহ	৩৫
জুমু'আর সলাত	৩৬
সলাতুত তাওবা বা তাওবার সলাত	৩৭
সিয়াম	৩৯
আরাফাহ ও মুহাররামের সিয়াম	৪০
হজ্জ	৪১
সাদাকা	৪২
মুসাফাহা	৪৪
বিপদ-আপদ ও রোগ শোক	৪৪
কবর খনন	৪৬
ক্ষমা প্রার্থনা	৪৭
চুল পাকা	৪৯
অপরাধীকে ক্ষমা করা	৫০
শেষ কথা	৫২

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি তাওবা কবুলকারী, সঠিক পথের প্রদর্শক, পাপ ক্ষমাকারী, কঠোর শাস্তিদানকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। [আল্লাহ তাঁর প্রতি, তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি দয়া ও অফুরন্ত শান্তি বর্ষণ করুন।]

আল্লাহর পথে, আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন–হোক না আপনি হাজার বার গুনাহ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِن رَّحْمَةِ اللهِ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।[৩]

নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। হে রব! আমার সকল গুনাহ! যদি আমি অতীতে গান-বাজনা শ্রবণ করে থাকি? অতীতে যদি আমি মদ্য পানকারী হয়ে থাকি? অতীতে যদি যেনাকারী হয়ে থাকি? তবুও?

৩. সূরা যুমার ৩৯ : ৫৩

নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ কি এমনটি বলেননি, হে আমার বান্দা! যে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যে আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। যে আমার নিকট আসতে থাকে হেঁটে হেঁটে, আমি তার দিকে যাই দ্রুত হেঁটে। সুতরাং বিষণ্ন হবেন না।

আল্লাহর দিকে আপনার অগ্রসর যদি মন্থর হয় তবুও আপনি ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে এখনো যাত্রাই শুরু করেনি। না, কখনো বিষণ্ন হবেন না। আল্লাহর দিকে আপনার ফেরার গতি যদি মন্থর হয় তবুও আপনি ঐ ব্যক্তির থেকে উত্তম, যে আল্লাহর দিকে ধাবমান হয়নি, যেন সে পক্ষাঘাত গ্রস্থ। অতএব আর দেরি না করে ফিরে আসুন সে-পথে, যে-পথে আপনার আমার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যে পথ জান্নাতের পথ।

বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছেন বড় ভাই নাজমুল আহসান। আরও যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান দয়াময় আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে একান্তভাবে ইহকাল ও পরকালে কামনা করি। সেই সঙ্গে মুদ্রণত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আল্লাহ আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

রবের রহমত প্রত্যাশী
হাফেজ মাশরাফি বিন সিরাজুল ইসলাম

নেকী ও পাপ কী?

আরবীতে اَلْبِرُّ শব্দের শাব্দিক অর্থ নেক, পুণ্য ও সৎ কাজ বা সৎ আমল, যা আল্লাহর সান্নিধ্য ও ভালোবাসার উপযুক্ত করে যার শেষ ও চূড়ান্ত পুরষ্কার জান্নাত।

অন্যদিকে اَلْإِثْمُ শব্দের শাব্দিক অর্থ পাপ, বদী, খারাপ ও অসৎ কাজ। প্রত্যেক এমন কাজ যাতে আল্লাহর রাগ, অসন্তোষ ও ক্রোধ রয়েছে এবং শেষাবধি মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

নেকী ও পাপের সংজ্ঞা বর্ণনায় হাদীসে এসেছে–

عَنْ وَابِصَةَ بن مَعْبَدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ : يَا وَابِصَةُ، جِئْتَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقُلْتُ: إِيْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لِلَّذِيْ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ : فَالْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

ওয়াবিসা বিন মা'বাদ বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, হে ওয়াবিসা! তুমি আমাকে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি এ বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সৎ বা পুণ্য কাজ

হচ্ছে : যখন তোমাকে কোনো কাজ সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করে বসে আর তাতে তোমার অন্তর প্রশস্থ হয় তা হচ্ছে পুণ্য এবং তোমার মনে যদি সন্দেহের উদ্রেক করে তাই হচ্ছে পাপ।[৪]

আরেক বর্ণনায় এসেছে–

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

নাওওয়াস বিন সাম'আন আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সৎ, পুণ্য বা নেকীর কাজ হচ্ছে উত্তম চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে সন্দেহের জন্ম দেয় এবং তোমার যে কাজ মানুষের জেনে যাওয়াকে অপছন্দ করো।[৫]

মানুষ হিসাবে আমাদের কাজ হচ্ছে সৎ আমল করা এবং পাপ হতে বেঁচে থাকা। তারপরও চলতে ফিরতে আমরা নানাবিধ পাপ কাজ করে বসি। এর কারণে আমরা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়ে যাই। কিন্তু মেহেরবান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পাপসমূহ ক্ষমা করতে খুবই ভালোবাসেন। তাই তিনি নানা প্রকার অসিলা আমাদের জন্য বাতলিয়ে দিয়েছেন। যেন আমরা পাপসমূহ মার্জনা করে নিয়ে তাঁর প্রিয়ভাজন বান্দায় পরিণত হই এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। ইনশাআল্লাহ সেসব আমলের কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

৪. মুজামুল কাবীর হা/১৮২৫৩, মুসনাদ আহমাদ হা/১৮০২৮
৫. সহীহ মুসলিম হা/২৫৫৩, তিরমিযী হা/২৩৮৯, আদাবুল মুফরাদ হা/২৯৫

যে সকল আমল আমাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেয়

দরূদ ও দু'আ

দরূদ হলো আল্লাহর নিকট নাবী (ﷺ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণের দু'আ করা, তার প্রতি শান্তির ধারা অব্যাহত রাখার প্রার্থনা করা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ নাবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নাবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নাবীর উপরে দরূদ পাঠ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম পাঠাও।[৬]

দু'আ শব্দের অর্থ হলো : ডাকা, আহ্বান করা, প্রার্থনা করা। মহান আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা, কোনো প্রয়োজন পূরণের আবেদন নিবেদন, যাবতীয় অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ চাওয়া ইত্যাদি করাকে দু'আ বলা হয়।

নিম্নের দরূদ ও দু'আ এর মাধ্যমে দশ থেকে দশ লক্ষ পাপ ক্ষমা হয়।

৬. সূরাহ আল-আহযাব ৩৩ : ৫৬

১৬

১০টি পাপ ক্ষমা হয়

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।[৭]

দরূদে ইব্রাহীম :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া‘আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া‘আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

৭. নাসায়ী হা/১২৯৭